সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ” ইত্যাদি ১০।৯।১৪ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তগণকে এই দাম-বন্ধনাদি লীলা দ্বারা নিজভক্তবশ্যতাই সম্যকরূপে দর্শন করাইয়াছেন। এইপ্রকার যেই ভক্তবশ্যতা স্বভাবকে শ্রীশুকমুনি বহুস্থানে প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব অদ্যাপি যে সকল ভক্ত সেই ব্রজবাসীজনের রাগের অনুগত হইয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের ও শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনত্বাদিমাত্র ধর্ম্মের সহিত উপাসনা করা কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে উপাসনা ব্রজরাগানুগীয় ভক্তের পক্ষে বিরুদ্ধ। যেমন গোবর্দ্ধনধারণ লীলায় বিস্ময়প্রাপ্ত গোপগণের প্রতি স্বয়ং ভগবানই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—“যদি তোমাদের আমার প্রতি প্রীতি থাকে আর আমি যদি তোমাদের আদরণীয় হই, তাহা হইলে আমার প্রতি নিজবন্ধুসদৃশ বুদ্ধি কর। কোথাও বা “তাহা হইলে হে বান্ধবগণ ! আমার প্রতি নিজ বন্ধুসদৃশী পূজাই করিবে”—এইরূপ অর্থসূচক পাঠও দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছিলেন—আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব্ব নহি, যক্ষ নহি, দানব নহি : আমি তোমাদের বান্ধব, তোমাদের কূলে জন্মিয়াছি। আমাকে ইহা ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করিও না। ১০।৩।৪৫ শ্লোকে শ্রীবসুদেব দেবকী প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান ছিল বলিয়া তোমরা আমাকে পুত্রাভাবে বা ব্রহ্মভাবে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে নিয়ত চিন্তা করিতে করিতে নিজ পরম অভীষ্ট আস্বাদন পাইবে”—এইপ্রকারে শ্রীভগবানের দুই প্রকার অনুমতি দেওয়া আছে। তাঁহাদের পৃশ্নি, সুতপা, কশ্যপ, অদিতি পূর্ব্ব জন্মেও তপঃ আদিপ্রধানা ভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ব্রজেশ্বরীর পুনরায় অর্থাৎ একবার জম্ভা পরিত্যাগ সময়ে অঙ্কে শায়িত শ্রীকৃষ্ণবদনে বিশ্বদর্শন, দ্বিতীয়বার মৃদ্‌ভক্ষণ অভিযোগে শ্রীকৃষ্ণমুখে বিশ্বদর্শনরূপ বৈষ্ণবের প্রশংসা না করিয়া পুত্রস্নেহময়ী কৃপারই অপর নাম মায়াকেই বহু বলিয়া মনে করতঃ এবং সেই শ্রীব্রজেশ্বরীর মত সৌভাগ্য শ্রীবসুদেব দেবকীর নাই এইপ্রকারে বিশেষরূপ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতঃ শ্রীব্রজেশ্বরীর এবং শ্রীব্রজেশ্বরের তাদৃশ বাল্যলীলায় উচ্ছলিত পুত্রভাবের সহিত বিরাজমান সৌভাগ্যকে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১০।৮।৬ এবং ৪৭ এই দুইটি শ্লোকে—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা যা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥
পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং পুত্রোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে সর্ব্ববেদ-